তবু বাঙ্ময় স্তব্ধ রজনী

বানী দত্ত

(পূর্ববর্তী সংখ্যায় উপন্যাসটির তৃতীয় অধ্যায় বেরিয়েছিল। এটি চতুর্থ অধ্যায়)

---চলো সুজাতা ছাদে যাই।
---চলো।
আজ রাত্রিটা নির্মেঘ, নিঝুম, নিথর, মাঝে মাঝে এরকমটা তো হয়ই। রাতটা যেন স্তব্ধ একটা জগতে নেহাতই একা, গরমটা তেমন তীব্র নয়, আধা চাঁদ উঠেছে।
অভিমন্যু বাবুরা বিকালেই চলে গেছেন। বিয়ে বাড়িতে সকাল থেকে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেছেন, গৌতম আসতে পারবে না, শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে। বলে গেছে যে এদের দু'জনকে তার খুব ভালো লেগেছে।
ওরা দু'জনে কার্নিশের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ভেজা ছাদ। আজ শুক্লপক্ষের নবমী। সুজাতার মনে পড়ে বাবাকতোদিন সকলকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তারা চেনাতেন, চন্দ্রকলার কথা বলতেন। বোঝাতেন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের আবর্তনগুলি। বলতেন চারহাজার কিলোমিটার দূরের চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চেয়ে পঞ্চান্নভাগ ছোট। অথচ সূর্যেরসংসার কী নিপুন ছন্দে চলেছে যুগযুগ ধরে। সুজাতা ভাবে শুধু মানুষের সংসারগুলোই কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।
---হ্যাঁ গো, কী হোল বললে না ? তোমার উকিলের চিঠিপেয়ে তোমার নিজের স্কুল কী বললো?
---আরে সে চিঠি পেয়ে তো সবাই বিব্রত। বেশ ভয় পেয়ে গেছে, একেই তো কলকাতার উকিল, তার উপরে হাইকোর্টের স্ট্যাম্প দেওয়া চিঠি। ছা পোষা মাস্টার সব, চিঠি পেয়েই নড়েচড়ে বসেছে। আমাকে সেক্রেটারি ডেকে পাঠিয়েছিলেন কথা বলার জন্য।
---তারপর ?
---বামাপদ বাবু এখন নেই। ননপলিটিক্যাল, নির্ধিরোধ মানুষ ছিলেন। অতএব তাঁর থাকারও কথা নয়। এখন যিনি, তিনি পলিটিকাল লোক, ইংরেজি বলার ইচ্ছাটা বেশি । তো তিনি বললেন আমি তো সান অফ দি সোয়েল। আমার তো একটা রাইট ধরা থাকে, আছে ওই কনটেম ফনটেম্ যেন না করি। হেডমাস্টার মশাই বললেন আমি তো ওনাদেরই ছেলে। কমিটি ডিজল্ভ্ড্ হয়েছে তো কী হয়েছে? নিজেদের একটি ছেলেকে নেওয়ার জন্য একটা অ্যাড হক্ কমিটি তৈরি করে নিলেই হবে। শুধু আমি যেন আর কোর্ট কাছারি না করি ?
---দান খবর। তুমি আগে দাও নি ! দাদা এসেছিলেন, তখন বলতে হয় ! ওনারা কতো খুশি হতেন।
---দাঁড়াও, না আঁচালে এদেরকে বিশ্বাস করা কঠিন, স্রেফ, আইনি একটা কোঁজকা খাওয়াতে এতো প্রেমের কথা।
---যা , নিজের মাস্টারদের নিয়ে ওসব বলতে নেই। তোমার এবার হবেই।
---দিদিমনি, এতো ঘা খেয়েছি যে কাউকে বিশ্বাস করি না।
---কিন্তু তারপর ?
---তারপর আর কী, ক'দিন বাদেই ইন্টারভিউ। গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে, এই আর কী, বামাপদবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। ওনাকে সরানো হলে ও সব খবর পেয়ে গেছেন, সত্যি কথা বলতে কী ওনার জন্যই উকিলের সন্ধান, ওনার জন্যই এতোটা হোল।
---উনি কী বললেন?
---বললেন, হয়ে যাবে, তবে বললেন, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে হতে হলে টাকা কিছু লাগবেই।
---কতো?

---সে খবর নিয়ে এসেছি। মাত্র এক লাখ
---অ্যাতো?
---আরে এতো ঘরের ছেলে বলে। পরের ছেলে হলে কম করে লাখ তিনেক ?
---তা হ্যাঁগো, অতো টাকা ওরা নেয় কী বলে?
---কেন ? স্কুল ডেভেলপমেন্ট, দেখাচ্ছে না, সব স্কুল কেমন তরতর করে বেড়েই চলেছে। ডেভেলপ্‌ড্‌ হচ্ছে। তাই এখন ও কোন কোন জায়গায় গাছতলাতেও ক্লাশ হয়। আশ্রমিক ব্যাপার আর কী !
---তা তোমার লাখখানেক, সবটাই কী পেটায় নমঃ ?
---শুনলাম হেডমাস্টার দশ, সেক্রেটারি দশ, অন্যান্য মাস্টার এবং স্টাফেরা ও হয়তো কিছু কিছু। নিশ্চয়ই রাখবে স্কুলে হতভাগ্যের জন্য। ঠিক জানি না।
---কী জঘন্য।
---কোনটা দিদিমনি ? ঘুষ নেওয়াটা, না দেওয়াটা ? আমাদেরও তো একই সেন্টিমেন্ট ছিলো। ঘুষ ব্যাপারটাকেই ঘৃনা করতাম। এখন চোখ ফুটেছে। ঘুষ দেওয়া নেওয়াটা এতই স্বতঃস্ফুর্ত, যে আমার ঘুষ দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। শুধু নেওয়ার মত পরিস্থিতি কোন দিন হলে কী করব জানি না। নিয়েই ফেলবো নিশ্চয়ই,
---পারবে ?
---পারবো বোধহয়, পাপবোধ শিকেয় তুলে রেখেছি।
---সত্যি, মানুষের কতো পরিবর্তন হয়!
---কঠিন বাস্তব মানুষকে অমানুষ করে তোলে। নিষ্ঠুরও করে তোলে। এই মনটা তো আমার ছিলো না। সমাজ তৈরি করেছে। সমাজকে পয়জনিং করছে পলিটিক্যাল বাঁদরগুলো। এখন ধরো, আমি আবেগের বশে টাকা দিতে অস্বীকার করলাম। তখন সেই মুহূর্তেই আর একজন বেশি টাকা দিয়ে ঢুকে পড়বে, লক্ষ লক্ষ বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই খেপা কুকুরের মতো উচ্ছিষ্টের সন্ধান করছে।
---কিন্তু টাকাটা তুমি পাবে কোথায় ? আমি মেরে কেটে হাজার দশেক দিতে পারি। কিন্তু আমারও তো কিছু খরচ আছে। সামনেই সোশ্যাল ম্যারেজটা আছে।
---না, ও টাকাটা থাক, এর থেকে তুমি বরং ধার দাও আমাকে। তোমার গয়নার অর্ডার দেবো। বাড়ির ব্যবসা থেকে হাজার চল্লিশেক পাবো। কিছু ধার ধোর করলে আরও তিরিশ, হোল গিয়ে সত্তর। বাকি তিরিশ চাকরি পেলে মাইনে থেকে দেবো।
---কিন্তু ধারটা করবে কোথা থেকে ? কে বিশ্বাস করে টাকা দেবে?
---সেটাই ভাবছি, যাক্‌ সে কথা, কিন্তু একটা উপায় হবেই। আমার বউ পয়মন্ত।
---ও সব মন ভুলনো কথা ছাড়ো। বলো না কী উপায় হবে ?
---এখন ও সব থাক।
কল্যান সুজাতা কে কাছে টানলো। আকাশে জ্যোৎস্নার আলো ও মেঘেদের খেলা। দূরের ছায়পথ যেন বাঙময়। রাতচরা পাখিরা উড়ে যায়। এখন গুমোটটা আর নেই।
সুজতা নীরবে কল্যানের বুকে মাথা রাখলো।
---এই, একটা গান শোনাও না।
---এই ছাদে?
---দূর, তাতে কী। স্ত্রী পুষের মিলিত শক্তিতেই তো পৃথিবীটা চলছে। যুগ যুগ ধরেই মেয়েরা তাঁদের বরকে গান শুনিয়েছে। গাওনা।
---চলো, এই ধারটায় বসি।
---আচ্ছা সুজাতা, এখন আমাকে ছেড়ে থাকবে ভাবতে পারো ?
---কোন মতেই না, এই মানুষটাকে বছর দশেক চিনি, এই মানুষটার জন্যই আমি সবকিছু নিঃশেষে ছেড়ে এসেছি। তোম

াকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব-ই থাকে না।
---সেটাই তো ভয়ের ব্যাপার। তুমি যেভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছো, আমি যদি তোমাকে আর্থিক সুখটুকু না দিতে পারলাম, তাহলে আমি কিসের স্বামী,
---তুমি ভেবোনা। তোমার সব কিছুই হবে। আমার মন বলছে,
---হ্যাঁ, আমারও মন বলছে, আমার বউটা এবার গান ধক,
---ধরছি. আর কথা বলো না। তুমি দুঃখ পেলে আমি গাইবো কী করে ? তাহলে এবার আসুক একেবারে শুভ্র স্তব্ধতা।
--আসবে; না, না,--এসে গেছে। আরও ভালো ভাবে আসবে যদিতুমি তোমার খোঁপাটা আমার বুকে রাখো।
উড়ো চাঁদটা মেঘেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল এ যেন কাছে আসারই সময়। ছাদের একদিকে একটা সিমেন্টর বেঞ্চে বসে কল্যানের বুকে সোহাগে মাথা রেখে তার আঙ্গুল গুলো নিয়ে খেলতে খেলতে চিরদিনের সুজাতা গান ধরলো।
---এখন আসুক তবে স্তব্ধতা
ভরে যাক কামনার শুভ্রতা
তোমার আমার মাঝে চিরদিন,
নিবিড় নবীন,
ওগো আজ হোল তোমারি যে জয়
আজ তাই মাগি বরাভয়
সবকিছু অর্গল খুলে যাক,
সুধা দিয়ে ভরা থাক,
চিরতরে চলিবার পন্থা,
মোরা যেন নাহি হই ক্লান্ত
ওগো এই সুখ চিরদিন ধরা থাক
এই প্রেম পূর্ণতা আজ পাক,
---পাক! এক্ষুনি পাইয়ে দিচ্ছি।
---এই কী হচ্ছে ? খোলা জায়গা।
---নিকুচি করেছে খোলা জায়গা ! এ সুযোগ আর পাবো?
---কল্যান উথাল পাথালে, চুম্বনে সুজাতা শিথিল, বিস্রস্ত খোঁপা লুটিয়ে পড়লো চুলে অরন্য নিয়ে, অনেকক্ষন ধরে কল্যান স্ত্রীর চুলের ঘ্রাণ নিলো। তারপরে অস্ফুট,
---এই শুনছো ?
---উঁ, সুজাতা তখনো আবেগের গহনে,
---একটা খবর আছে।
---বলো।
---খবরটা খারাপ,
---তাহলে শুনবো না, আমি এখন তোমাকে ভরে আছি।
---তাহলে পরেই বলবো।
---তার মানে বলার মতোই কিছু। আচ্ছা বলো।
---তুমি কিন্তু দুঃখ পাবে,
---তুমি ভুলিয়ে দেবে। - - কী ব্যাপার গো? হবে না ?
---আরে ও সবই নয়, তোমার বাবা একটি কাণ্ড করেছেন, কল্যানের গলাটা যেন একটু ধরা
---আমাব বাবা - !
কল্যান স্তব্ধ, বিধূর,

---কী করেছেন বলো ?
ছাদের সেই আলো আঁধারিতেও সুজাতা স্পষ্ট বুঝতে পারলো কল্যানের চোখে জল।
---ওগো, তুমি কিসে দুঃখ পেলে ? কী করেছেন বাবা ?
কল্যান গভীর মমতায় স্ত্রীর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো,
---তোমার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। ... সুজাতা, এও সম্ভব ? নিজের সন্তান বেঁচে থাকতে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করে তার শ্রাদ্ধ করেছেন।
---তুমি এতে অবাক হোচ্ছ। আমি আমার বাবাকে চিনি, তাঁর মনের মতো কিছু না হলে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু তোমাকে এ খবর দিলো কে ?
---হাদা, সেদিন স্কুলে যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিলো, বলে গিয়েছে যে হাদা তোমার জন্য গর্বিত, আমি হাদাকে আমাদের বাড়ির ফাংশনের কথাও বললাম।
---হাদাটা হাদা-ই। অবশ্য নামেই হা, কখনো হারে না, আর শোন, বাবার এসব কান্ড স্রেফ নাটকীয়তা, আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করলেই কী আমি মানুষটা মরে গেলাম। তুমি এসব নিয়ে দুঃখ পেও না। এগুলো হচ্ছে আমার বে নিদেরকে একটা ওয়ার্নিং । বাবার নিষ্ঠুর কাজে তোমার চোখে জল দেখেছি, সেটাই আমার অনেক পাওয়া। ওগো !
কল্যান গভীর আবেগে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললো
---বাড়ির খবর তো কিছু জানো না। ও দিকে তোড়জোড় শু হয়েছে। বাবাকে অভিমন্যুদার কথা জানিয়েছি। উনিই কন্যা সম্প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন।
---দাদা বেশ ভালো লোক না ? পৃথিবীতে এরকম লোক দু একটা আছেন, তাই পৃথিবীটা এখনও সহনীয়।
---হ্যাঁ, তাই মানুষ কত রকমেরই হয়,
---কেন, আমার বরটাই বা কম কী সে ? নেহাত চাকরি পাও নি বলে একটু আপসেট, তুমি মানুষ হিসাবে মন্দ নও।
---বলছো ?
---বলছিই তো !
---তাহলে আর একবার। ---কল্যানের লুব্ধ দৃষ্টি সুজতোর ঠোঁটের দিকে।
---না, এখন আর দুষ্টুমি নয়। ঘরে চলো। অর্পিতা এসেছিলো। খবর টবর জিজ্ঞাসা করছিলো, কে কী রকম মাঞ্জা দেবে বলছিলো।
---হ্যাঁ, বিয়ে ব্যাপারটাতে তো স্ত্রী আচারই প্রবল, ছেলেদের অংশটা নেহাৎই গৌন। তাহলে --তাহলে আমার বাকি অংশটা এখন মুলতুবি থাক।
---থাক।
---সত্যি, কী নিষ্ঠুর এই স্ত্রী জাতি। হে আকাশ, এই বঞ্চিতের প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ খেয়াল রাখিও। হে চন্দ্রদেব, এই নিষ্ঠুর স্ত্রী জ াতির প্রতি তুমি একটু নির্দয় হও। ইনি জানেন না যে আমাকে হতাশ করিয়া ইনি কী অপরাধ করিতেছেন। হে মৌন পৃথিবী তোমার সদিচ্ছা থাকিলেও তুমি কদাচ এই প্রকার কঠোর প্রাণীকে ক্ষমা করিও না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

টরে টক্কা
বিকালের আলোটা যাবো যাবো করছে । সুজাতা শাড়ি গোছাচ্ছিল, কিছু শাড়ি, গয়না কল্যানের সঙ্গে গিয়ে কিনে এনেছে। শাশুড়ি ও বড়োজার জন্যও শাড়ি কিনেছে।শ্বশুরের জন্য ধুতি। দেওরদের জন্য পাঞ্জাবি কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে কল্যানের হাত দিয়ে। কল্যান কিছু পড়াশুনো করছিলো, কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলের ইনটারভিউ --টা হবে। এস-এস-সিতে যে চাকরি পাবে তার মায়া সে ত্যাগ করেই দিয়েছে, কারন সেখানেও টাকা লাগবে। এবং কোথায় চাকরি পাবে তার স্থিরতা নেই। উকিলের চিঠি পাওয়ার পর তার নিজের স্কুল এখন উঠে পড়ে লেগেছে ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলার জন্য। ভ াঙা স্কুলবোর্ড নূতন করে গঠন করা হয়েছে শুধু তার ইন্টারভিউটার জন্য। যে স্কুল তাকে এক সময় তাড়িয়েই দিয়েছিলো, সেই স্কুলই এখন তাকে তোয়াজ করছে ইন্টারভিউতে হাজির হওয়ার জন্য। ভাগ্যের কী পরিহাস। এ দিকে বাড়িতে অনুষ্ঠ

ান ঠিক চারদিন বাদে, একে কায়েতের ঘরে বামুনের মেয়ে, চাকরি করে এবং বি-এ পাশ, চারপাশে হৈ চৈ পড়ে গেছে। অন্তত এমনই বক্তব্য কল্যানের,

---কই রে সুজি, আমরা এসে গেছি।

বিভিন্ন রঙের ও সৌরভের ঝলক ছড়িয়ে রানুদি-মিঠুদি-অর্পিতা-মন্দিরা বিপাশারা ঘরে ঢুকলো, মন্দিরা এসেই কল্যানের বইটা কেড়ে নিলো--

---দু' দিন বাদে বিয়ে, এখন কোথায় রোম্যান্টিক কথাবার্তা হবে, তা নয় স্কুলের বাচচাদের মতো পড়াশুনো হচ্ছে। উঠুন। আমরা কী কী এনেছি দেখুন।

অর্পিতার হাতে একটা বড়ো সাফারি ব্যাগ। সেটা খুললো। তাতে বালুচরি, জামদানি ও তাঁত মিলিয়ে চাররকমের শাড়ি, বিবিধ প্রসাধনী, একটি সুন্দর হার, একটি টিকলি, দুটি আংটি, একটি সোনার বোতাম ও ধুতি পাঞ্জাবি।

---সবেবানাশ ! কল্যান আতঙ্ক।

---কীসের সবেবানাশ ? সবই সুজাতার। কিছু তোমার, গরিব দিদি ও বোনেরা এই পেরেছে।

---দিদি, এ কী করেছেন? আমিও যে লজ্জায় পড়লাম,

---থাম্‌তো। আমরা কনে পক্ষ। তুই চুপচাপ থাকবি। আর এ গুলোতো আমরা সব স্টাফেরা মিলে তোদের দিচ্ছি। যা, এখন চা-টা চাপা। সুজাতার তথাকরন।

---এখন শোন, অর্পিতা আর বিপাশা আগের দিন তোর সঙ্গে যাবে। আমরা বিয়ের দিন ভোরে যাবো, বেশিরভাগ স্টাফই যাবে। ম্যাডামও যাবেন। রাত কাটিয়ে ভোরেই সবাই ফিরে আসবো।

---কেন দিদি, সকালটা একটু ঘুমিয়ে দুপুরে খেয়ে দেয়ে এলেইতো ভালো হয়।

---তা হয় না ভাই। তুমি তো জানো, তাহলে হাসপাতাল চলবে না।

---আর তা ছাড়া দিদিমনিরা য়ে রকম মাঞ্জা দিয়েছে, আমার গাঁয়ের লোকজন আমার শালিদের দেখে একটু চক্ষু সার্থক করবে না ?

---এ কী আর মাঞ্জা দেখাচ্ছেন মশাই, আসল দিনে দেখবেন। ঘন্টায় ঘন্টায় চেঞ্জ হিন্দি সিনেমা। লোকজনের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

বিপাশা কলার টানার ভঙ্গি করে রঙ নিলো।

---আরে সেই জন্যই তো বলছি একটু বেশি সময় থাকতে।

---না, তা বলো না, সুজাতা যদি, ---প্রায় সবাই গেলে বেশি সময় তো থাকা যাবে না। হয়তো ভোরে ফিরে অনেককেই স াতটায় ডিউটিতে নামতে হবে। এই যে আমি সাতদিন ছুটি নেবো, আমার ডিউটিগুলোও তো দিদিদেরকেই ম্যানেজ করতে হবে।

---আরে ও সব কেঠো কথা রাখতো। একটু গান টান হোক। আর হ্যাঁ সুজি, বেনারসি শাড়ি ইচ্ছে করেই কিনিনি, বিয়েতে বসবি বালুচরিটা পরে। আর কল্যান, তুমি আমাদের ধুতি পাঞ্জাবি পরেই বসবে।

---তথাস্তু দিদি।

হঠাৎ চেনা গলা,

---কই কল্যানভাই আছেন না কী ?

---আরে দাদা ! আসুন আসুন। বসুন।

অভিমন্যুর সহাস্য প্রবেশ,

---ওঃ, দান সময়ে এসেছি দেখছি, কোয়ার্টারেই একটা বিয়ে বিয়ে পরিবেশ, চা তো তৈরিই দেখছি।

---দাদা, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,

---আমিই করছি, আমি এই মেয়েটির ও ছেলেটির অভিমন্যু দা. আপাততঃ আমার উপর ভার পড়েছে সামনের বিয়েট াতে কন্যা সম্প্রদানের, আমি স্বেচ্ছায়, সানন্দে এই ভার গ্রহন করেছি এবং কর্তব্য সম্পন্ন করে দায়মুক্ত হতে চাই।

---ওঃ দান, অর্পিতা, ---তাহলে আপনি আমাদেরও দাদা, অর্পিতা বাও করলো, অতএব আপনাকে চা দেওয়ার দায়িত্ব

আমাদের,
---খুব ভালো। তবে চায়ের আগে মিষ্টি হোক। আমি যেখানে থাকি সেখানে ভালো দরবেশ পাওয়া যায়। কিছু নিয়ে এসেছি।
---দরবেশ ! বিপাশা লাফিয়ে উঠলো, ---দাদা, আগে আমাকে। আমার খুব ভালো লাগে। ছোটবেলায় বাবা একটা ছড়া বলতেন জানেন---
রূপবান-
গুনবান।
খেতে বেশ
দরবেশ!
---দান ছড়া তো। হ্যাঁ, এখানে তো বোনের বড়ো দিদিরা আছেন ও খুব ভালো লাগলো। একটা শুভ অনুষ্ঠানে সবার শুভেচ্ছা দরকার হয়, তা এখন কী হবে ? গান ?
---অবশ্যই গান। কী মন্দিরা, তুই গাইবি?
---না, আমরা গাইলে স্টক শেষ হয়ে যাবে। সুজাতা দি-ই গাক্।
---তোরা ভেবেছিস কী ? এখনি বলছিস আমি বিয়ের কনে, আবার আমাকে গান গাইতে বলছিস। তোরা বরপক্ষ না কনেপক্ষ ?
---না রে সুজি, আমরা সবাই কনে পক্ষ। তোর মতো অতো গান তো আমরা কেউ জানি না। তাই স্টক তো শেষ হতেই পারে। আজ দাদার সম্মানেই না হয় একটা গান গা।
---আজ তাহলে খালি গলাতেই গাই।
---সেই ভালো।
---প্রভু তোমারে সঁপেছি আমার এ মন ---
তোমারে সঁপেছি প্রাণ,
তোমরি দানে ভরেছি জীবন--
মোর যাহা. তব দান।
তোমারি কারনে এ তনু আমার
তোমারি দেওয়া এ গান
তোমারে বরিতে পারি যেন আমি
রাখি যেন তব মান।
প্রভু, ক্ষীণ প্রানী- আমি না জানি কেমন
তোমার চরন খানি।
না বুঝি এ হৃদে তোমার মহিমা,
তাই করি কানাকানি।
শুধু জানি এই, লইব শরন
আজি করি শুচিস্নান,
জীবনে মরনে তোমারে পূজিব
লয়ে ভক্তির বান।
---অপূর্ব ! আগেও বোনটির গান শুনেছি । আজ যেন আরও ভালো লাগলো।
---কী যে বলেন দাদা।
---না, রে, খুব সুন্দর হয়েছে, রানুদি উবাচ, ---থিমটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে। অর্পিতা বসুক, আমরা এখন যাই, পরে দেখা হবে।

---তা কল্যানভাই, ইন্‌টারভিউএর খবর কী ?
---ইনটারভিউ হবে দাদা। লংকাটা ঝাল ছিলো, তবু গিলতে হয়েছে, তবে ওই আর কী ? কিছু তো লাগবেই, তারই জে াগাড়ে লাগবো বাড়ির অনুষ্ঠানটা চুকে গেলেই।
---শর্ট পড়লে আমাকে বলবেন, কোন দ্বিধা নয়। দাদা হিসাবে আমি এটুকু করতেই পারি।
---নিশ্চয়ই বলবো।
---দূর ছাই, অর্পিতা, ---ও দাদা, এখন আর্থিক আলোচনা নয়। এখন কল্যানদা আর সুজাতা দির বিয়ে সংক্রান্ত কথা ছ াড়া কিছুই ভালো লাগছে না।
---ঠিক, আমারই অন্যায় হয়েছে, তাহলে এই বোনটি কী শুনতে চায় ?
---বিয়ে সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?
---স্ত্রী পুষের একটা আইন সঙ্গত বন্ধন। জীবনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা মাঙ্গলিক প্রক্রিয়া
---দুর্দান্ত। তবু সব জেনে শুনে ছেলেমেয়েদের বিয়ের পরেও ঝগড়া ঝাঁটি হয় কেন?
---অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবে। ভগবান মেয়েদের রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, ছেলেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তা না হলে নতুন প্রানের সৃষ্টি হবে না। কিন্তু দেহজ আকর্ষন তো ক্ষনস্থায়ী। পরস্পরের প্রতি মনের আকর্ষন যদি তৈরি না হয়, তাহলেই ঝগড়া।
---তাহলে মনে সেই আকর্ষনের জন্য দায় কী শুধু মেয়েদেরই।
---তা হয়তো নয়। পুষদেরও দায় আছে। তবে কী জানো নারী স্বাধীনতা স্ত্রী পুষের সাম্য নিয়ে যতই কথা হোক সংসারে শ ান্তির জল ছিটোতে এখনও এযুগেও মেয়েদেরই দরকার। পুষ একরোখা, উন্মার্গগামী। তাকে বশ করতে পারে নারীর কে ামলতা। সেবা। কথাগুলো পুরনো হলেও এটাই সত্য। ভেবে দেখো। নারীমুক্তির প্রবক্তারা চটে গেলেও এটাই বাস্তব, মেয়েদের মধ্যে সহনশীলতা কমে যাচছ। তাই ঘরে ঘরে সংঘাত।
---জানি তো। আপনারা সবাই এক কথা বলবেন। আসলে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের টান থাকে বাচচা হওয়ার আগে অবধি, বাচচা হলেই মেয়েদের চেহারা খারাপ হয়। ছেলেদেরও আর টান থাকে না।
---আবার ভুল ধারনাটাই বললে বোন। প্রথম কথা, বাচচা হওয়ার পর চেহারা খারাপ হয় আমাদের দেশের মায়েদের। বেশির ভাগই অপুষ্টিতে ভোগে। কিন্তু চেহারা খারাপ হোক বা না হোক ; মোহ, টান এগুলোতে কিছু দিন বাদে ভাটা পড়তে বাধ্য। দু'জনেরই দু'জনকে প্রয়োজন এই ধারনা না জন্মালে এ পরিস্থিতি বদলাবে না।
---যাই বলুন, ছেলেরা যে বেশিরভাগই একটু ছাড়া ছাড়া থাকে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সংসার প্রতিপালন করে ঠিকই, কিন্তু মূল ব্যাপারটা সামলাতে হয় মেয়েদেরকেই, তাই তাদের মুখও ছোটে।
---না বোন, সেটা ঠিক নয়, পুষ একটু স্বার্থপর ঠিকই, মেয়েদের কাছে সেবা যত্ন চায়। কিন্তু মেয়েরা একটু শান্ত স্বভাবের ন া হলে তারা যায় কোথা? তোমরা একটু নম্র, একটু কেয়ারিং হলে ছেলেরা বশ মানতে বাধ্য। তোমারই যত্ন তখন তোম াকে অনেক বেশি ফিরিয়ে দেবে। যতোটা ভাবছো, ছেলেরা ততোটা খারাপ নয়। যাই হোক, আর কোন বিতর্ক নয়। আমি বরং এই প্রসঙ্গে একটা ইংরাজি কবিতা শোনাই। এটা আয়ার্ল্যান্ডের ফোক্‌সং। আস্তে আস্তে বলি, বুঝতে পারবে। একটা ক্ষনিকের ঝড় আস্তে আস্তে কীভাবে নিভে যায়, তাই নিয়ে গানটা।
---বলুন না দাদা, চেষ্টা করবো বুঝতে।

'Tis youth and folly
Makes young man marry,
So here, my love, I'll
No longer stay.
What can be cured, sure,
Must be endured, sure,
So I'll go to
Amerikey.
My love she's handsome,

My love she's whiskey
When it is new,
Bet when 'tis cold
It fades and dies like
The mountain dew.

সন্ধ্যাবাহার

ট্যাক্সি ঠিক করাই ছিলো। জিনিসপত্র নিয়ে কল্যান, সুজাতা, অর্পিতা আর বিপাশা শোভনপুরের যাত্রি। গাড়িতে ওঠার আগেই অর্পিতার চেতাবনি,

---শুনুন মশাই, প্রেম করেছেন, বেশ করেছেন ; রেজিষ্ট্রি করেছেন, ঝামেলা ঢুকেছে, এখন আর নির্লজ্জের মতো কনের দিকে তাকাবেন না, আসল বিয়েটা কালই হবে। আমরা কনে পক্ষ। আপনি সুধু নিয়ে যাবেন। পথ প্রদর্শক মাত্র, আমাদের দিদিকে এখন আপনি চেনেনই না।

---দিদিমনি, তোমরা তিনজন, আমি একা. আমার সাধ্য কী যে তোমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি।

---কথাবার্তা ভালোই শিখেছেন, আর ওতেই সুজাতাদি মজেছে, বিপাশা চুটকি, ---যাই হোক আপনি সামনে বসুন। আমরা তিনজন পিছনে। আপনার কর্তব্য, শুধু সামনের দিকে তাকানো,

ট্যক্সি চলেছে। একটু মেঘলা আকাশ। ড্রাইভার বেশ খোসমেজাজে আছে। বুঝেছে বিয়ের পার্টি। গুনগুন করে গান গাইছে। মেয়েরা হাসছে। শহর পেরিয়ে দুদিকে জঙ্গল। গাড়ি ঘোড়া কম। কল্যান বললো,

---জানো দিদিমনি, এ দিকে প্রচুর হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব দাপাদাপি। ড্রাইভার বললো, ---হ্যাঁ দাদা, ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। এখানে একটা বিরাট হাতি খুব উপদ্রব করেছে।

---হ্যাঁ, শুনেছি অনেক কিছু।

---কী শুনেছেন দাদা ?

---সে আর বলার নয় ।ফসল, গাছপালা, কুঁড়েঘর ধবংস তো করেছেই। আবার একটা নতুন খবর শুনলাম।

---কেমন সংবাদ ? আমরাও একটু শুনি।

---হোল কী, ওই বিশাল হাতিটা ঘুরতে ঘুরতে ওই গ্রামের ভাটিখানায় হাজির, ওখানে মহুল চোলাই হয়।

---তারপর ? বিপাশা।

--হাতি দেখে ভাটির মালিক তো দেবতা এসেছেন দেবতা এসেছেন, বলে সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলো। তারপরএক হাঁড়ি মদ এনে বিগলিত হয়ে পরিবেশন করলো। দেবতা তো শুঁড় দিয়ে চোঁ চোঁ করে এক হাঁড়ি সাবড়ে চলে গেলো। পরদিন আবার আবির্ভাব হোল তাঁর। সেদিও ভাটির মালিক ভক্তিভরে দেবতাকে সোমরস পরিবেশন করলো।

বিপাশা অর্পিতা আকুলতা প্রকাশ করলো,

---তারপর ?

---পরের দিনে আবার মাতঙ্গ দেবের প্রবেশ। শুঁড় উঁচিয়ে ঘ্রান নিতে লাগলো। আজকে ভাটি মালিক অবশ্য নিজেই মাতোয়ারা হাতিকে দেখেই খেপচুরিয়াস। ব্যাটা বদমাস, রোজ রোজ মালখেতে এসেছিস ? শালা মাঙনা ? যা বেরো,' বলেই একটি মৃদু লাঠ্যৌষধি দিলো।

---তারপর ? ড্রাইভার টেনশন।

---শুঁড়ে একটা মুভমেন্টে বারান্দার চালা গেল। এক লাথিতে মাটির দেওয়াল ধরাশায়ী। ভিতরে ছিলো জালাভর্তি চোলাই। নির্বিঘ্নে সবটি সাবাড় বাবাজি হেলে দুলে চলে গেলেন।

---হ্যাঁ, এতো হবেই, অর্পিতা, ---ওঘুধটা দু'দিন খেয়ে উপকার পেয়েছে তো। তাই আর একদিন গিয়ে একটু বেশি করে কবিরাজি খেয়ে এলো।

---ওঃ অর্পিতা, তুই পারিস বটে ! সুজাতা।

মিনিট চল্লিশেক লাগলো কল্যানের বাড়িতে আসতে, বিকালেই অম্লান জেনারেটর চালু করে দিয়েছে। সদর থেকে ডেকে

ারেটর এসে ঘর বাড়ির ভোল পাল্টে দিয়েছে। ওদের গাড়িটা থামতেই কিছু অর্ধউলঙ্গ ছেলে মেয়ের আবির্ভাব। গাড়ির মহিলা তিনটির দিকে তাদের নজর। বাড়ির সবাই হৈ হৈ করে ছুটে এলো। বড় বৌদি শাঁখ নিয়েআসছিলেন। অম্লান শাঁখটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলো,

---আজ তুমি বাজাবে কী? তুমি তো কাল বাজাবে। আজ তো কনের আগমন, আজ আমি বাজাই।

অম্লান অপটু ফুঁতে শাঁখ বাজালো। অর্পিতা আর বিপাশা হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। সুজাতা, ---সেই সুজাতা এবার চিরকালীন কনে হয়ে দু'হাত দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকলো।

---ব্যস, প্রথম পর্ব শেষ, এবারে আমরা কনেকে নিয়ে অন্য ঘরে যাই, কল্যানদা কেটে পড়ুন। আমাদের ঘর, বাথম দেখিয়ে দিন কেউ।

এমন সময়ে দেখা গেল দূরে একটা রিক্সা আসছে। আরোহীকে প্রথমে চেনা না গেলেও একটু পরেই চেনা গেল। অর্পিতা আর কল্যানের চিৎকার শোনা গেল, ---আরে, দাদা আসছেন।

সুজাতা সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গেল অভিমন্যুর কাছে। সজল চোখে হাতে ধরে নামালো। কল্যান গিয়ে জিনিষপত্র নামালো, দু'জনে প্রনাম করলো। অভিমন্যু দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁরও চোখে জল, তাই দেখে সুজাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে তাঁর বুকে মাথা রাখলো। অভিমন্যু বললেন, ---জীবনে বোধহয় এর চেয়ে শান্তি বা এর চেয়ে স্বর্গীয় আর কিছু পাই নি। হয়তো এটা পাবার ছিলো বলেই মন মানলো না। চলে এলাম আজই, আমার তো কাল সকালে আসার কথা ছিলো।

অম্লানের কাছে খবর পেয়ে ওদের বাবা এসে গেছেন,

---খুব ভালো করেছেন, এসে গেছেন, আপনার সব কথাই ছেলের কাছে শুনেছি। ওরা তো আপনার ভীষণ ভক্ত।

---সেটা ওদের গুণ, আমার নয়।

---চলুন ভিতরে চলুন।

জেনারেটরের আলোতে গোটা বাড়িটাই আলোকিত, সদ্য কলি ফেরানোর চিহ্ সর্বত্র। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হলে তবেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মেরামতির দিকে নজর দেওয়া হয়, সুজাতার চোখে জল এলো। তার আগমন বার্তার জন্যই এ বাড়ির প্রসাধনী। মুহূর্তের জন্য হলেও বাবার কথা, মায়ের কথা মনে পড়লো। ি

শপুটা এখন কী করছে কে জানে? আর দাদা? হাদার কাছে নিশ্চয়ই তারা খবর পেয়ে গেছে এ বাড়িতে কী হতে যাচ্ছে। অবশ্য বাবার কাছে সে তো মৃত। কিন্তু মা? মা ও আজকের দিনে চুপ করে বসে আছে ? শুধু বাবার ভয়ে? কেউ কী আসবে না? হাদাও না ? সে তো সব জানে। যা হতে যাচ্ছে হাদাও তো আসতে পারে।

---কী গো? তুমি যে চুপচাপ? বিপাশা, আমাদের তো হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তুমি যাও। একী, চোখে জল কেন? নিশ্চয়ই বাবা মার কথা মনে পড়ছে?

সুজাতা নীরব, গাল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। অর্পিতাও এসে পড়লো,

---কী ব্যাপার? পূর্বস্মৃতি ? ও সব ছাড়তো। আমরা বর্তমান নিয়ে আছি।

---তোদের কে, তোদের কে---,

---কী করে ধন্যবাদ দিবি? পারিস বটে ! ওসব ছাড়। যা বাথম থেকে ঘুরে এসে ড্রেস কর। আমি হেয়ার ড্রেসার।

তারপর সুজাতার চিবুক ধরে গেয়ে উঠলো, ---সই, ভালো করে বিনোদ বেনী, বাঁধিয়া দে,

তারপর দু'জন একপাক নেচে নিলো। ওদের রঙ্গ দেখে সুজাতাও হেসে ফেলে বাথমে গেল।

সন্ধ্যা অবতীর্না। শাঁখ বাজলো। বাড়িতে ধুনোর গন্ধ পাওয়া গেল। বড়ো জা একটি প্রদীপ জ্বলিয়ে ঘরে এনে রাখলেন। সুজাতার চিবুক ধরে বললেন, ---অপূর্ব লাগছে। ঠাকুর পোর পছন্দ আছে। আমার মন বলছে তুমি এ বাড়িতে ঠিক মানিয়ে নেবে। চলো, তোমাদের জন্য সবাই বড়ো ঘরে বসে আছেন।

বড়ো ঘরে বড়োদের আসর। শ্বশুর বললেন, --এসো মা। এটা এখন তোমারই বাড়ি, সংসারে, সমাজে থাকতে গেলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। কাল শুধু সেই অনুষ্ঠানগুলোই হবে। আমরা অতি সাধারন পরিবারের লোকজন। তুমি এই পরিবারেরই একজন হয়ে গেছো। আর সবার মতোই তোমার এখানে অধিকার, বড় বৌমা আমার প্রথম লক্ষী তুমি দ্বিতীয়।

কল্যানের স্কুল থেকে একজন সিনিয়র মাস্টার মশাই এসেছিলেন। তিনি একটি সুসংবাদ দিয়েছেন।

---কী সুসংবাদ মেসোমশাই? অর্পিতা উতলা।
---আর ক'দিন বাদেই কল্যানের ইন্টারভিউ পাকা হয়েছে। উনি অনুরোধ করে গেছেন কল্যান যেন আর কেস টেসের মধ্যে না যায়, ইন্টারভিউটা ওঁরা নিয়েই নেবেন।
---তাহলে মেসোমশাই, লক্ষীর গৃহপ্রবেশ হওয়ার আগেই শুভসংবাদ।
---তা, ঠিকই বলেছো মা। বৌমা আমার পয়মন্ত। আচ্ছা, তাহলে তোমরা গল্প করো। আমি একটু ঘরে দেখি। চল গো।
---দাদা, আপনি চুপচাপ যে? বিপাশা।
---আমি এখন বিষাদ মহাসিন্ধুতে, ভগ্নিদায় বলে কথা ?
---ওঃ দাদা, আপনি পারেন বটে ! শুনেছলাম খুব পণ্ডিত লোক গম্ভীর। আমাদেরতো ভয় ভয় লাগছিলো। সেদিন আল াপ হওয়ার পর দেখেছি গাম্ভীর্যটা শুধু মুখোস। অর্পিতা উপলব্ধি
---না , আমি কাল থেকেই গম্ভীর হবো।
---সেটা আর হতে পারবেন না। আমরা হতেই দেবো না, কীরে বিপাশা,
---কোন মতেই না, নো বিষাদ সিন্দু, নো গাম্ভীর্য। হ্যাঁ, ভগ্নিদায়টা ঠিকই আছে, ব্যাপার কী দান হচ্ছে না? বরের বা ড়িতেই কনের বিয়ে।
---হ্যাঁ, ঘটনাটা কম হয়, কিন্তু নতুন কিছু না, এখনো কিছু কিছু জাতি গোষ্ঠির মধ্যে প্রচলন আছে কনেকে বরের বাড়িতে এনে সেখানেই বিয়ে দেওয়া হয়।
---কিন্তু দাদা, কন্যা বা ভগ্নি এখনো দায় কেন?
---সেটা অন্যায়, পুষ প্রকৃতির মিলন জীবজগতে স্বীকৃত ও শাশ্বত। সেটা দায় হিসাবে তৈরি করেছে সমাজ। কারনটা অবশ্যই পণ প্রথা, মেয়ের বিয়েতে দান যৌতুকের ব্যাপারটাই সমাজে মেয়েকে দায় হিসেবে ভাবা হয়। মাহাতো সম্প্রদ ায়ের মধ্যে কন্যাই অবশ্য দামি, সেখানে বরপক্ষই মেয়েপক্ষকে টাকা দেয়।
---কী সুন্দর, অর্পিতা, --এটাই সব সম্প্রদায়ের চালু হওয়া উচিত,
---সরাক বলে একটা জাত আছে, বাঁকুড়া, পুলিয়ায় এদের দেখা যায়, এই সমাজেও কন্যা ততোটা দায় নয়।
---তারা আবার কী বস্তু?
সরাক কথাটি এসেছে শ্রাবক থেকে। এরা জৈন ধর্মের অপভ্রংশ,
নিরামিষ খায়, স্বজাত ছাড়া বিয়ে নিষিদ্ধ। মন্ডল, মাজি, বৈষ্ণব, সরাক-এই সব এদের উপাধি হয়,
---দান তো ! আচ্ছা দাদা, এমন দিন কী আসতে পারে না, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি যাবে?
কী জানি ? তবে তার সম্ভাবনা কম। কারন শ্বশুরবাড়ি কন্সেপ্টটাই মুছে যাবে। সব ছেলেই চায় স্বাবলম্বী হয়ে বিয়ে করতে। অতএব ঘরনির আগে ঘর খোঁজে, তাই শ্বশুরবাড়ি ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে ক্রমশ গৌন হয়ে উঠছে।
---কইরে তিপু, তুই কোথায়?
হঠাৎ যেন অনেক দিনের চেনা একটা গলা পাওয়া গেল,
---হাদা!
সুজাতা ছিটকে বেরিয়ে গেল। এবং মুহূর্তপরেই হাসি কান্নায় ভিজে হাকে বগলদাবা করে ঢুকলো, পিছনে কল্যান, অম্লান, বড়বৌ আর শাশুড়ি, কল্যান অভিযোগ করলো, ---তুমি একটা, খবর দেবে তো! আমরা ঘটা করে দাঁড়াতাম। যাই হোক, দিঘিচক থেকে কেউতো এলো,
---খবর আবার দেবো কী ভাই ? আমার বোনের বিয়ে। আমারই কোলে মানুষ হয়েছে বলতে গেলে, আর তা ছাড়া আম ার তো ইচ্ছাই ছিলো চমকে দেবো।
অভিমন্যু হাসিমুখে হাকে দেখছিলেন।
--দাদা, এটা হচ্ছে হাদা। আমার বাবার, আমার স্কুলের ছাত্র। আর হাদা, ইনি হচ্ছেন আমাদের দাদা।
হাদা নমস্কার জানালে অভিমন্যু ও প্রতিনমস্কার জানালেন। ছিলাম। তরে সেটা অতীত। এখন তো বোনের হাদাই ভারটা নেবে।

---না, দাদা, ও বড়ো কঠিন কাজ। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, ওটা আপনিই কন। আমারই স্নেহে বড়ো হয়েছে। আমি পারবো না। আর তাছাড়া ও কাজ করার জন্য আমি আসিই নি, বিয়ে হচ্ছে সেটা আমি জেনেছি, সবাইকে লুকিয়ে এখানে চলে এসেছি, আমার আসার কথা আমার বাড়ি বা তিপুদের বাড়ির কেউ জানে না, তিপুর বিয়ে, আর আমি আসবো না ?
---ভীষণ ভালো করেছেন হাদা, অম্লান, --আজ সারারাত ধরে আমাদের জমবে ভালো।
---আরে সে তো বটেই। কাল সকাল থেকেই তো ছাঁদনা তলার কাজে লাগতে হবে। জাত ব্যবসাটা একটু ঝালিয়ে নিই,
---সেটা আবার কী?
---বাপ ঠাকুর্দা সব নাপিত, বহু বিয়েতে পরামানিকের কাজ করেছেন। আমি ছোট থেকে শুধু দেখেছি, বড়ো হয়ে মুদির দোকান দিয়েছি, নাপিতগিরি কখনো করিনি। এবার করবো।
---ও দাদা, জানেন তো হাদা খুব ভালো কবিয়াল। আমার গান বাঁধার হাতে খড়ি হাদার কাছেই।
---সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে তো বিয়ে জমেই উঠলো। আমরাও না হয় একটু নমুনা শুনি,
---নিশ্চয়ই শুনবেন,
---আচ্ছা কবিগান হয়, আজকাল ?
--হয় বৈ কী দাদা। তবে কমে আসছে, বিভিন্ন ব্যাপারে জ্ঞান আর কিছুটা গান বাঁধার দক্ষতা না থাকলে তো কবিয়াল হওয়া যায় না, অবশ্য আমার কবিয়াল হওয়ার জন্য আমার মাস্টারমশাই অর্থাৎ তিপুর বাবার অবদান প্রচুর।
সুজাতা অভিমানভরা চোখে হার দিকে তাকালো।
কল্যান খেয়াল করে বললো, --হাদা, আজ আর ওনার কথাটা নাই বা তুললে।
---তা ঠিকই বলেছো ভাই। আমি তো দেখেছি, আমার পরিচয় দেবার সময় তিপু মাস্টার মশায়ের ছাত্র না বলে আমাকে ওর স্কুলের ছাত্র বলে পরিচয় করিয়েছে।
সুজাতা মুখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠলো। শাশুড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হা এগিয়ে গিয়ে সুজাতার মাথায় হাত রাখলো।
---কাঁদিস কেন? আমি একাই সব। কাল একটা দান বিয়ে হবে দেখিস। বলেই ঠোঁটে রেখে সবাইকে চুপ করিয়ে কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো---
---শোনেন, শোনেন বামশাই, আজকে সবাই চুপ,
বদ্‌গন্ধ দূর হয়ে যাক, জ্বলবে শুধু ধূপ।
কালকে আমার বোনের বিয়ে, দেখবে সর্বজন।
শাঁখবাজবে, উলুধবনি হবেই সকল ক্ষণ,
স্বজন কুটুম আসবে সবাই, আমার বোনের বিয়ে--
বর আসবে বিয়ের ছাঁদে টোপর মাথায় দিয়ে,
নাচবে ঢুলি ঢোলের সাথে টাক ডুমা ডুম ডুম
দেখবেন সব মানুষ জনে আমার নাচের ধুম।
শোনেন শোনেন বাবুমশাই, আজকে নাচের ধুম,
কাল বিয়েতে দেখবে সব আমার বোনের রূপ।
শেষ অংশে হাদা চোখের জল সামলাতে পারলো না। হঠাৎ বড়ো জা এসে শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করলো। অম্লান তো হাকে জাড়িয়ে আনন্দে সিটি দিয়ে ফেললো। আনুষ্ঠানিক বিয়ের আগের দিনেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অনুপম সুষমা উপস্থিত সকলকে আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত করে তুললো।

ভোরের সানাই

স্বপ্নদৃশ্য, সুজাতার, এক দেবশিশু তাকে যেন ডাকছে, হাতছানির ভঙ্গিমায় ভেসে আসছে পারিজাত সৌরভ। সুজাতাস্নাত হচ্ছে, নির্মল হচ্ছে। কানে আসছে আগত দিনগুলির সুরমূর্ছনা, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। আলো তো

ছিলোই, বিপাশারা সুইচ অফ করে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রেখেছিলো। অনুভব করলো বিপাশা আর অর্পিতা দু'পাশে শুয়ে আছে। বাইরের ঊষা লগ্নের কোল থেকে যেন ভেসে আসচে সেই স্বপ্নের সুর। আশাবরী? তাইতো। সেই আরোহ আর অবরোহ। স্কুল জীবনে মাস্টারমশাই কতো যত্ন নিয়ে শিখিয়েছিলেন. সেই সা রে মা পাধা সা ; আবার সা নি ধা পা মা গা রে সা। ঠিক ভোরের গান। ভৈরবীও সকালের গান। মাস্টারমশাই শিখিয়েছিলেন দুই রাগের মধ্যে কোমলের তফাৎটুকু। আশাবরীতে গা ধা নি কোমল, আবার ভৈরবী তে রে গা ধা নি কোমল। অম্লান ভোর বেলাতেই শানাই আরম্ভ করে দিয়েছে।

---কী রে ঘুম ভাঙলো? অর্পিতা, ---তোর যে আজ বে।

তাই তো? বিপাশা, ---ঘুম ভেঙেছে ? চল্, রেডি হয়ে গায়ে হলুদের ব্যবস্থা করি। ওদিকে ভিয়েনের গন্ধ আসছে। চাও চেপেছে নিশ্চয়ই,

ভোরবেলাতেই ছাঁদনা তলায় মহাব্যস্ততা। সকালেই বিয়ে। হার ধুতি পাঞ্জাবি পরে কোমরে গামছা বেঁধে সোরগোল তুলেছে। অর্পিতা আর বিপাশা বিয়ের পিঁড়িতে আলপনা দিতে ব্যস্ত। অম্লান সশব্দে জিনিষপত্র মিলিয়ে দেখছে, কল্যান একবার উঁকি মারতেই অর্পিতা তেড়ে গেল, --- এখানে কী মশাই ? বউ আমরা ধরে রাখবো না। যার জিনিষ তাকেই দেবো। এখন কেটে পড়ুন।

কল্যান বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হোল না, -- বউএর সাজ তো জানাই আছে দিদিমনি। আজ তোমাদের ড্রেস দেখছি।

---এটা আর কী দেখছেন? সকালের সাজ, এই তো মাত্র চুড়িদার পরেছি আর বেনী বেঁধেছি।

---তাই তো দেখছি দিদিমনি। রোজ রোজ দেখা দস্যি মেয়েগুলো যে কোন বিয়ের দিন কেমন যেন বদলে যায়।

---ও সব বললে হবে না। সকালের মাঙ্গাখানা কেমন বলুন,

---সাংঘাতিক, এর পরের গুলো যে কী দেখবো তার স্থির নেই।

---সন্তুষ্ট হলাম না। বিয়ের দিনে শালিদের কে খুশি করতে হয়া অতএব বর্ননা হলো না। ওই তো দাদা এসেছেন। দাদা বলুন না আমাদের বেনী গুলো কেমন।

অভিমন্যু হাসলেন, ---খুব সুন্দর। কবিরা কেশবন্ধন নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।

---নমুনা পেশ কিয়া যায়ে। বিপাশা প্রগল্হা,

---সব তো জানিনা। তবু বেনী নিয়ে বলি ---

মনে ভাবি যদি, স্থির যেন নদি
বেনী বন্ধন ভাতি --
বিজুলির প্রায় নিজেরে দুলায়
নারীদের চির সাথি,

অর্পিতা হাততালি দিয়ে উঠলো, দান! দাদা, খোঁপা সম্বন্ধে শুনবো,

---ঠিক আছে বোন, যখন বাঁধবে, তখন বলবো, আচ্ছা কল্যানদা এখনও এখানে কেন? এটা কনে মহল, অতএব কেটে পড়াই ভালো,

কল্যান বিনা বাক্য ব্যয়ে হাসতে হাসতে নেপথ্যে গেল।

---দিদিরা, চা । অম্লান হাসিমুখে।

---এটাই চাচ্ছিলাম। বিপাশা , ঠিক সময়ে এসে গেছেন, থ্যাঙ্কস্। আচ্ছা হাদা, কনে তো উপোস করবে, চা ও চলবে না।

---তাই তো জানি বোন।

---নিরম্বু! চা হাতে অভিমুন্য উৎকণ্ঠা, -- বোধ হয় তা নয়, চা বা শরবৎ চলতে পারে।

---তবে তো ঠিক আছে। বোন বিপাশা, আমার বিয়েতে ভোরে ভোরে পেটপুরে খাইয়ে দিস।

---তুমি পারলেই হোল বোন। হা, --আসলে এটা এমনই একটা অনুষ্ঠান যে সবাই এর মাধুর্য টা রাখার জন্য এই দিনটা কষ্টই করে,

---তাই তো ঠিক হাভাই। এটা ছেলে বা মেয়ে দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

---এই যে মশাই, অর্পিতা, --কনের গায়ে হলুদের পিঁড়ি কই ?
---রেডি আছি দিদিরা। আমি চাইছিলাম চা খেয়ে চাঙ্গা হন, তারপর। তা ও পিঁড়িতেও কী আলপনা দিতে হবে ?
---অবশ্যই, ওটাই তো আগে দরকার ছিলো।
অম্লান পিঁড়ি এনে দিলো। অর্পিতা আলপনা আঁকতে বসে গেল। বাইরে একটা বাস থামার শব্দ হোল, অনেক নারী কণ্ঠ শোনা গেল। বিপাশা ছুটে গেল। এবং একটু পরেই ম্যাডাম মেট্রন হমেত রানুদি, মিঠুদি সব দলবল নিয়ে হাজির। কল্যানের বাবা মা এগিয়ে এলেন, --আসুন আসুন। এতগুলি মা আসাতে আমার বাড়ি ধন্য হোল।
---কী যে বলেন? মেট্রন বললেন, ---আমরা তো চাইছিলাম একেবারে ভোর বেলাতেই আসতে। এতো প্রায়-সকাল, আকাশে একটু লাল আভা দেখা যাচ্ছে।
কল্যান কয়েকটা চেয়ার এগিয়ে দিতেই মিঠুদি বললেন, ---ম্যাডাম, আপনি একটু বসুন। অম্লান, ভাই চা সাপ্লাই দাও।
---এই যে দিদি। চায়ের সঙ্গে আর কী খাবেন?
---দাঁড়াও এই তো সবে শু, অর্পিতা, শানাই তে কী বাজছে রে?
---এটা ভৈরবী দিদি।
---কী সুন্দর!
---হ্যাঁ, সুজাতার বিয়েটাও যেন এমনই সুন্দর হয়! রানুদির নিশ্চয়োক্তি,
---মেয়েটা আমাদের বড়োই ভালো।
---ভালোই তো হবে। মেট্রন নিশ্চিন্ত, --তোমরা দেখ, সে মেয়েটা কোথায় গেল,
---ম্যাডাম ! অর্পিতা অভিমানাহতা, --দিদিদের সঙ্গে কথা বললেই হবে, আমরা কী সুন্দর আলপনা এঁকেছি বললেন না ?
ম্যাডাম স্থূল বপুটাকে তুলে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন,
---দান আলপনা দিয়েছিস, আমার মেয়েরা পারেনা হেন কাজ নেই,
ও রা হৈ হৈ করে উঠলো, -- তাহলে পুরস্কার হিসাবে এক সপ্তাহের লাহট ডিউটি প্রাপ্য।
ওরে ছুঁড়িরা, মিঠু হাস্য, --এখানে ম্যাডামকে পেয়েই ম্যানেজ করবার ধান্দা. তোরা লাইট ডিউটি করবি, আরে এই বুড়িগুলো হেভি ডিউটি করবে! না লো ?
অর্পিতা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তার আলপনা লেপা হাতে মিঠুদিকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠলো,
---না, না, না, অমন করে কথা বলে ব্যথা দিও না !
বিপাশার কটাক্ষ, --ও দিদি, সকলেই যা দেখছি, আর একবার ছাঁদনা তলায় বসানো যায়!
---দেখুন না ম্যাডাম, দুই মুখপুড়ি কেমন জ্বালাচ্ছে।
এমন সময়ে সুজাতা রেডি হয়ে চলে এলো। তার চোখ ছলছল করছে সবাইকে দেখে। এগিয়ে এসে ম্যাডামকে প্রনাম করলো।
---কী রে, চোখ ছলছল কেন ? এঁরা ছেলের বাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানটা করছেন। আমার ভাবতেই বেশ ভালো লাগছে।
--আমার রোমাঞ্চ লাগছে। সুজাতাদি, তোর? অর্পিতার ফচ্‌কেমি। সুজাতা জলভরা চোখেই মুখ নামালো।
---বৈকি! অর্পিতা চোখ পাকালো।
---মা । অম্লান অ-ম্লান হয়ে চা দিলো।
---তবে তো হয়েই গেল। নে, খা তা হলে।
হা এগিয়ে এলো, --কী রে, রেডি তো? এখনই তো গায়ে হলুদ দিয়ে দেওয়া দরকার।
---ঠিক কথা ! ম্যাডামের হুঙ্কার, চল্, সব কাপড় চোপড় চেঞ্জ করি।
---তাহলে এখন কনে পক্ষর কাজ কর্ম শু হোক। বরপক্ষ কেউ থাকলে কেটে পড়ুন। রানুদির হুইপ।
---শুধু চায়ের লোকটি বাদে, উনি না থাকলে চা ও আসবে না, গায়ের ম্যাজও কাটবে না।
---দিদিরা এটা বেড টি। তাড়াতাড়ি নিন, এরপরে আর শুধু চা পাবেন না।

---সে কী? মন্দিরা কাতরতা, ---বিয়ে বাড়িতে আমার আবার আধঘন্টা বাদে বাদে চা না খেলে মেজাজ টা ঠিক থাকে ন া।
---ঠিক, আমাদেরও অত দেরি করে চা দিতে ভালো লাগে না। এখনি নিন এই চা, পাঁচমিনিট বাদে আসবে পেঁয়াজি-চা, তারপর বেগুনি চা, তারপর চপ -চা, তারপর নিমকি চা, তারপর---
---ওরে বাবা! থাক। অতো পারবো না, শুধু চা দেওয়া যায় না?
---না। হোস্টেলে বিস্কুট চা খান তো ? ওটা আজ চলবে না, বৌদি, তুমি আর একটু চা নাও। চায়ে তো দোষ নাই।
---মেয়েরা কিছুক্ষনের মধ্যে রেডি হয়ে চলে এলো। পিঁড়ি রেডি। স্ত্রী আচার শু হোল, বিপাশা ফটো তুলতে লাগলো।
---ম্যাডাম, প্রথমে আপনিই হলুদ মাখান, মিঠু আহ্বান।
---দাঁড়াও বাচছা। হাঁটুগুলো মড়মড় করছে।
---ম্যাডাম, আজ বরং হেভি ডিউটি কন, কাল থেকে ক'দিন আপনাকে লাইট ডিউটি দিয়ে দেবো।
---দেখেছো রানু, মেয়ের বয়সি মেয়েগুলো কেমন ফচকেমি করছে ?
---ছুঁড়িগুলোর বড়ো বাড় বেড়েছে। তবে আজকে আর উপায় নেই ম্যাডাম। আপনি রাগ করলেই, সারাদিন আপনার পেছনে লাগবে,
---রাগ করবো কেন? আমারই মেয়ে সব। ভালোই লাগছে, এসো, সুজাতার গায়ে হলুদ দিই।
---দাঁড়ান দিদিরা, অম্লান পুনঃ, --চা আর একবার হোক, সঙ্গতে পেঁয়াজি, গায়ে জোর হবে।
---এই ছোকরা, রানুদি উবাচ, --- যা যা আছে দিয়ে যাও, আর পরে যা যা আসবে, ডেকে দিয়ে দেবে, এ ছুঁড়িগুলো ব ারবার চা পেলে আসল কাজটাই করবে না।
---তাই হবে দিদি, শুধু বৌদিকে গায়ে হলুদের আগে আর একবার চা, বৌদির বিয়েটা তাড়াতাড়ি না সারলে ওদিকে অ াবার লোকজন---
---অ্যাই, বৌদির বিয়ে আবার কী? ওই নামে একটা নাটক আছে অবশ্য, বলতে হয় দাদার বিয়ে।
---আজ্ঞে হ্যাঁ, অম্লান একটু ম্লান, --
তার মুখ দেখে সুজাতাও হেসে ফেললো।
এরই মধ্যে শাঁখ নিয়ে বড়ো জা ও শাশুড়ি এসে হাজির, বড়ো জা গিয়ে ম্যাডামের পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলো। ম্যাড াম তার চিবুকে হাত দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুজাতার শাশুড়ির হাত ধরে বললেন, ---সব ব্যবস্থা খুব সুন্দরভাবে করেছেন, অ ামি তো এরকম বিয়ে কোনদিন দেখিই নি। আপনারা খুব ভালো বলেই এটা সম্ভব হোল।
---কেন, আমার বোনটিই বা কম কীসে? হার বচন,
---ঠিকই তো, বৌমা আমার খুব ভালো মেয়ে। তো হ্যাঁ বাবা, শুনলাম তুমি দাদাও বটে, আবার নাপিতও বটে।
---হ্যাঁ মাসিমা, জাত ব্যবসাটা একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।
---খুব ভালো হয়েছে। অবশ্য আমাদের নাপিতও আসবে।
---খুব ভালো মাসিমা। তিনিই আসল লোক। আমার তো শখের নাপিত গিরি।
---ম্যাডাম, এদিকে আসুন তো। আইবুড়ো মেয়েগুলোর আস্পর্ধা দেখুন। ওরা বলছে আপনাকেও হলুদ মাখাবে।
---ম্যাডাম হেসে ফেললেন এবং তারপরেই কপট ক্রোধ, ---দাঁড়া রে হতচ্ছাড়িগুলো, আমাকে মাখাবি না তোদের মাখার শখ হয়েছে? দাও তো রানু সবগুলোর গায়ে হলুদ লেপে।
---ওরে বাবা! ও ম্যাডাম, আর বলবো না।
বিপাশা আর মন্দিরা কান ধরে দাঁড়ালো।
---যা গুজনদের সঙ্গে ইয়ার্কি করবি না। তোদের ও এমন দিন আসুক।
---ম্যাডাম, অর্পিতার আকুলতা, --এই আশীর্বাদ টা একটু জোরালো করে কন না।
---আরে এ ব্যাপারে আগে আমাদের আশীর্বাদ নে, মিঠুদির স্বস্তিবচন,--- বৎসে, আশীর্বাদ করি, তাড়াতাড়ি তোদের গ ায়ে হলুদ হোক !

তারপর জনান্তিকে, ---বরের গলা ধরে।
---দিদিরা, আামি বাইরে। চা আর বেগুনি।
---ভিতরে আসুন, অর্পিতা, -- একটা ফটোঁ তুলি। এতো সার্ভি স দিচ্ছেন। দিন ম্যাডাম কে দিন। আমি ফটো নিচ্ছি।
---কী রে শাঁখ টাঁখ বাজা।
বড়ো জা সোৎসাহে শাঁখ বাজাতে লাগলো। বাকি এয়োরা সকলে উলু দিলো। গায়ে হলুদের পালা চলতে থাকলো। সুজাতা মাঝখানে জিজ্ঞাসা করলো,
---হাদা কোথায় রে ?
---কী জানি বোধহয় অন্য কোথাও কাজ করছে।
কিছুক্ষন শাঁখ বাজিয়ে বড়ো জা চলে যাওয়ার উপত্রম করতেই মন্দিরা ধরে ফেললো,--বৌদি যাচ্ছেন কোথায় ?
ও ঘরে একটু যাই। ঠাকুরপোরও তো একটু হলুদ ঠেকাতে হবে।
---তাই তো, বিপাশা লম্ফ, এটতো মনেই ছিলো না। ওরে শিগগির সব আয়। ও ঘরে কল্যান দার গায়ে হলুদ।
---সাংঘাতিক, অর্পিতা কথন, ---ওটা আর কাউকে মাখাতে হরে না। বৌদির একটু স্নেহের স্পর্শ দিলেই হবে। বাকিটা অ ামরা দেখছি।
অন্যঘরে হা তখন কল্যানের হাতে সুতো বাঁধছে। মেয়েদের কলকাকলি,--- তাই ভাবি হাদা কোথায় গেলেন। বলি ও মশ াই, আপনি কনে পক্ষ না বরপক্ষ ?
---দুপক্ষেই বোনেরা, দুজনেই আমার আপন।
---ও সব শুনবো না। আপনি কনে পক্ষের। আপাতত আপনাকে আমরা ধার দিচ্ছি। যতক্ষন না বরপক্ষের নাপিত অ াসছে।
---তাই হবে বোনেরা। আমি তো আগে তিপুর দাদা। তারপরে কল্যানের পরামানিক ভাই এলেই তার হতে সব ছেড়ে দেবো।
এয়োরা আগেই হলুদ ঠেকিয়ে গেছে, বড়ো জা আঙুলে একটু হলুদ নিয়ে কল্যানের গায় লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অর্পিতারা সুযোগ পেয়ে মনের সুখে কল্যানের গায়ে থ্যাবড়া করে হলুদ ফেলতে লাগলো।
---দিদিরা, ঘুগনি চা।
অম্লান ডিউটিতে হাজির। পিছনে হলুদরাঙা ধুদি ও সাদা গেঞ্জি পরে কদাকার এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গায়ের রঙ যতোটা ক ালো হতে হয়, ততোটাই কালো, তার হাতে চা ও ঘুগনি,
---এটা আবার কী বস্তু? বিপাশা জনান্তিকে।
অম্লান সকলকে চা ঘুগনি দিতে দিতে পরিচয় করালো, ---এটা আমাদের নাপিত দাদা। নাপিত তার কীট কর্তিত দন্তপঙ্ক্তি বিকশিত করে নমস্কার করলো। তারপরেই হার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে হুংকার.
---কেরে ওটা অলপ্পেয়ে হাড়ি ডোমের চ্যালা।
---আমার ঘরে গিলতে আসি, মোরেই গিলে ফ্যালা ?
হা ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এসব লড়াই দেখেছে।তাই বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিলো---
এসো দাদা, বসে আছি তোমারই তরেতে।
---এ হারামজাদা যে আবার পদ্য ঝাড়েরে!
বলি ও হারামি, জাত মারানি, এটা কী তোর কাজ ?
পরের ঘরে কুলুপ দিলে বৌ হবে তোর বাঁজ?
অন্য কেউ হলে এ খিস্তির চোটে উড়ে যেতো, হা হেসে হাত জোড় করলো,
---দাদা মোর গুজন, চোখ মুখে কথা
কেন তবে লঘুজনে দাও প্রাণে ব্যথা,
সবিতো তোমার দাদা, এ তোমার ঠাঁই

কেন দাও ব্যথা তবে মোর প্রানে ভাই
বুঝেছি বেজাত আমি তুমি জাতগু
আমি বড়ো অভাজন, এই মোর শু,
পদধূলি দাও দাদা, আমি তব দাস
শোভন পুরেতে জানি তোমার যে বাস।
বলেই হা গিয়ে খপাৎ করে নাপিতের পদধূলি নিলো, নাপিত তার দিকে অগ্নিবর্ষন করলো, হয়তো প্রবলতর প্রতিদ্বন্ধী ভেবেই,
---থ্রি চিয়ার্স ফর্ হাদা, হিপ্ হিপ হুররে, অর্পিতা বিপাশা সমস্বরে,
---বিয়ে বাড়ি জমে গিয়েছে, অভিমন্যু অনুচেচ।

তরজা
গায়ে হলুদ হয়ে গেল। বর কনেকে তৈরি করা হচ্ছে । কল্যানদের নাপিত অধিকারচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় কল্যানকে ধুতি পাঞ্জাবি পরাচ্ছে। অর্পিতা মন্দিরা বিপাশারা কনে সাজাচ্ছে অন্য ঘরে, অভিমন্যু একটি সুন্দর নেকলেশ দিয়েছেন,, সুজাতা মুখ ভারি করেছিলো, অভিমন্যু তার কান মলে দেওয়াতে হেসে ফেলে নিজেই সেটি আগে পরে নিয়েছে। এমন সময় বাইরের ঘরে হৈ চৈ। হাসিমুখে কল্যানের স্কুলের বন্ধু অভয়ের প্রবেশ। স্কুলমাস্টার। গ্রাজুয়েট হয়েই ধান্দা লাগিয়েছিলো। সদর থেকে কিছু দূরের গ্রামে চাকরি করে, আর অভয়ের পিছনে যার প্রবেশ সে হোল গৌতম। সেটাই চমক, কারন গৌতমের, আসার কথা ছিলো না।
---আরে গৌতম যে! অভিমন্যু বিস্ময়, --তুই কোত্থেকে এলি ?
---কাল রাত্রেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে আসবো। কাকভোরে বেরিয়েছি।
---আরে, আমি তো বাস থেকে নেমেছি, অভয়, ---দেখি এই ভদ্রলোক কল্যানের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, আমি ভাবলাম কনে পক্ষের কেউ নিয়ে এলাম।
---দান ব্যাপার, কনে পক্ষের সংখ্যা বাড়ছে, অভিমন্যু।
---যাই বলো দাদা, ইনি খুব উপকার করেছেন। যদিও এখনও ওনার পরিচয় জানিনা।
---আমি জানাচ্ছি, কল্যান হাজির, ---ইনি হচ্ছেন অভয়। আমার স্কুলের বন্ধু, এখন স্কুলে মাস্টারি করে। আর অভয় ইনি হচ্ছেন আমার ও সুজাতার একটি ভাই। একটি জটিল ব্যাপার নিয়ে রিসার্চ করছে। বিষয়টি হোলউদ্বাস্তুদের মনস্তত্ব।
---দান বিষয় তো ! প্রায় সব জায়গাতেই উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। এখানেও তাই। তারা এসে এদেশের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থসংস্থান ---সবেতেই ভাগ বসাচ্ছে। এখন আমার দেশ শাসন করছে।
---কিন্তু দেশ শাসনে তো আমরাও আছি।
---আছি, কিন্তু আমড়ার আঁটি চুষছি।
---কী রকম?
---খেয়াল করে দেখুন পশ্চিমবঙ্গ শাসন করতে কারা? তাদের উৎপত্তিস্থল কোথায়। চাক্রি বাক্রি থেকেশু করে, পলিটিক্যাল পোর্টফোলিও, ব্যবসা বানিজ্য, কন্ট্রাক্টারি --- সবেতেই কারা সুযোগ সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে? সবেতেই উদ্বাস্তুরা, কমিউনিজ্ম্ একটা আইডিওলজি, মানুষের মুক্তির জন্য খেয়াল করে দেখুন পার্টিতে কাদের রমরমা। কে্ তাদের ভজনা করছে এদেশের কিছু লোকজন ঝিভ্রাতৃত্ব বোধের পিটুলি গোলা জল খেয়ে।
---ঠিক তো। এভাবে তো ভাবিনি। যাই হোক আজ বিয়ে বাড়ি। একদিন বসবো, শুনবো।
---অবশ্য। চলুন, একবার দিদির সঙ্গে দেখা করি।
যেতে আর হোল না। দিদিই স্বয়ং চলে এসেছে। কনের সাজে সালঙ্কারা সুজাতা এলো। সঙ্গে মন্দিরা, বিপাশা, অর্পিতা,
---এই যে বর মশাই, কেটে পড়ুন। এখন এ ঘরটা মেয়েদের দখলে, মন্দিরা শাসন,
---আমাকে কেটে পড়তে বলছো দিদিমনিরা! আমাদের বাড়ির নিয়ম হচ্ছে হচ্ছে শালিরা জামাইবাবুর সঙ্গে থাকবে।

দিদির বর্ননা দেবে।
---দাঁড়ান আপনাকে সঙ্গ দিচ্ছি। দাদা, বলুনতো কেমন কনে সাজিয়েছি? অর্পিতা ব্যাকুলিতা।
---দান। বোনকে আমার খুব সুন্দর লাগছে।
---সত্যিই অপূর্ব লাগছে, গৌতমের সমর্থন,
সুজাতা সলাজ হাসলো,
---আপনি কে মশাই? অর্পিতা প্রশ্ন।
---এটা আমার ভাই, সুজাতা এতক্ষনে কথা বললো, --ওর নাম গৌতম,
---আমাদের ভাইটি এখন রিসার্চ করছে, কল্যান সমর্থন।
---তাহলে চলবে, অর্থাৎ থাকা চলবে, অর্পিতার অপাঙ্গ।
---দাদা আমারা কেমন খোঁপা বেঁধেছি বলুন। আপনার কথা ছিলো বিনুনির পর খোঁপা নিয়ে বলবেন। আমরটার নাম টপ্‌নট্‌, আর অর্পিতার টা মনিমঞ্জরি!
---নামগুলোও সুন্দর, খোঁপা গুলোও সুন্দর।
---তাহলে বিশেষ প্রতিবেদন পেশ কিয়া যায়ে --- বিপাশার কুর্নিশ,
---বলছি -- লয়ে কেশদাম দিবানিশি যাম
কী করিবে ভাবে বালা
কেমনে ছাঁদিবে কী ভাবে বাঁধিবে
শুভ্র কুন্দ মালা
সরসীর নীরে দেখিল গভীরে
পুঞ্জ মেঘের ছায়া,
কবরী ভরায়ে মালাটি জড়ায়ে
দু-চোখে ভরালো মায়া।
---অপূর্ব! হাততালির বন্যা বয়ে গেল।
---দাদা কাকে দেখে এ কবিতা লিখেছিলেন?
---লিখিনি। পড়েছি,
---অসম্ভব। মেয়েদের খোঁপা নিয়ে এমন কবিতা আমরা কেউ পড়িনি। আপনি বললেও আমরা শুনছি না, দাদা বলুন না। কে ছিলো ?
---কেউ না বোন, পড়েছিলাম, আজ সুযোগ পেয়ে আউড়ে গেলাম।
---আমরা ছাড়ছি না। একদিন শুনবো-ই।
নাপিত এলো। এর মধ্যে সে হলুদে ছোপানো ধুতি আর ফতুয়া পরেছে। আবার কোমরে বেঁধেছে পোঁচানো কোরা ধুতি।
---পুত এসে গেছে। বরকে আমিই লিয়ে যাই, কনেকে কে লিবে? কে বসাবে ?
---কেন আমি! হার দন্ত বিকাশ, আমিই লিব,
নাপিত তৎক্ষনাৎ খরবাক,---
গু-খোপার ব্যাটারে তুই, তুই তো বড়ো ঠ্যাঁটা,
কনের হাত ধরতে চাস, তোর কী কাজ অ্যাটা?
হাও হাতে গরম ছাড়লো,
---দাদা আমার গুজন, তাই তো এলাম তোমার ঘরে,
তোমার কথায় শান্তি পেলাম, প্রানটা যেন এলো ধড়ে,
কনেটা যে ভগ্নি আমার, সেই তো আমার জোর,
আমার কোতলে কাটিয়েছে কতইনা রাত ভোর।

বলো কোথায় শাস্ত্রে আছে দাদা নাকি পারে,
বোনকে তাহার নিয়ে যেতে ছাঁদনা তলার ধারে?
নাপিত চুপ।
---কী লিয়ে যেতে পারবো? তোমার চিন্তা নেই দাদা। মেয়েরাই বোনকে নিয়ে যাবে। আমি সঙ্গে থাকবো।
---আরে দান, গৌতম বাঙময়, এতো রীতিমত পরামানিক কাব্য হতে পারে।
---আর দেরি নয়। বরমশাই, চলুন, শালিরা তৈরি।
বিবাহপর্ব শু হোল সকাল ন'টা নাগাদ। লোকজনে ভিড় থই থই, সবাই বেশ অবাক ও। নতুন রকমের বিয়ে। বরের বাড়িতেই কনের বিয়ে। গ্রামের লোকজন। এমন তো দেখেনি। বর যায় কনের বাড়ি। আর এ তো উলটপুরান হচ্ছে। তবু সবাই বেশ কৌতুহলী হয়েই বিয়ের অনুষ্ঠান জমিয়ে দিলো। মেয়েরা তো হাঁ করে সুজাতা আর অন্যান্য মেয়েদের সাজসজ্জা দেখছিলো।
শুভদৃষ্টির ঠিক আগে আবার নাপিতের গর্জন শোন গেল, তার মুখ্ থেকে গঞ্জিকা গন্ধ ভেসে আসছিলো। ভাঁটার মতো চোখ দুটো হার দিকে নিবদ্ধ ।
---যতো আছো গুজন, আর যতো লঘুজন
শুন শুন মন দিয়া আমাদের কথন
রামচন্দ্র বিয়া করল্যা, কৌশল্যা মাতা
মন্থরা কাছেই ছিলো যেন আস্ত য্যাঁতা,
যতো কিছু বদবুদ্ধি কৈকেয়ীরে দ্যায়
অবুঝ কৈকেয়ী তারে কাছে টেনে ল্যায়।
রামের বিয়া হৈল দেখি কৈকেয়ী তো জ্বলে--
ভাবে ভরত হৈবে রাজা না জানি কোন ছলে।
তাই যে আছে হাতামুখো হাড়াতে নাপিত
মোদের বাড়ি এসেছিস যে নাই মানলি রীত।
বল তো কোথও দেখেছিলি এমন কোন মা,
হিংসা করে জ্বালিয়ে দিলো এমন সোনার ছা?
হা মুচকি হেসে সুজাতার দিকে তাকালো। সুজাতা দৃঢ়স্বরে বললো -- উত্তর দাও।
সে জানে হাদো হারতে জানে না।
হা কোমরে একটা উড়নি বেঁধে সকলকে নমস্কার করলো। অর্পিতারা সারি বেঁধে দাঁড়ালো উত্তর শোনার অপেক্ষায়। হা উত্তর পর্ব শু করলো দু'কোমরে হাত দিয়ে---
দাদার দেখি গাঁজার দমে শিবের মতোই জ্ঞান,
ঢুল ঢুল হয়ে বুঝি শু করবে ধ্যান।
দিব্য জ্ঞানী তুমি দাদা সন্দেহ তো নাই
একটি শুধু ভুল হয়েছে আজকে তোমার ঠাঁই।
এ জগতে সবই জানো বিধাতারই খেলা
তাঁর ইশারায় চলছে জেনো ভাঙাগড়ার মেলা।
ধরার খেলা আগেই লেখা একথা তো জানো?
রামের আগেই রামায়ন এ কথাটাও জানো।
কে কার মাতা, কে কার পিতা, কে কার সন্তান,
সব পুতুলে সুতোয় বেঁধে বিধাতা দেয় টান,
কৈকেয়ী মন্থরা আর রাজা দশরথ

না দেখালো রামসীতারে বনবাসের পথ।
এ সব কিছুই হবে বলে আগেই ছিল ঠিক
আমরা শুধুই ঘড়ির কাঁটা চলছিয়ে যে টিক টিক।
প্রজাপালন, পিতৃআদেশ, শেখাবার এ ছল
হেসে খেলে দেখিয়ে গেছে কুশীলবের দল।

মন্দিরা, অর্পিতারা হাততালি দিয়ে উঠলো, ---ফাটাফাটি, হাদা ; ফাটাফাটি,
নাপিত অশিক্ষিত হতে পারে, তবু স্বাভাবিক বৃত্তি বোধে তার বুক কেঁপে উঠলো। তার জাত ব্যবসায় মারা যায় বুঝি ! এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বী সে আগে পায় নি। তার খেউড়ের কাছে উড়ে গেছে তাবৎ তাবৎ প্রাণী, এ ছোঁড়াটা রাগে ও না, জুৎসই উত্তরও দিচ্ছে। মেয়েগুলো সবাই তাতেই সাবাশ দিচ্ছে। এ কী সয় ? তাই তার বহুপুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পরামানিকত্ব আবার তর্জন করে উঠলো। বিদ্যা যেখানে পরাভূত, পেশিশক্তিই সেখানে ভরসা।
---আরে অ মট্কা, দদানি পট্কা, জেতের কুলাঙ্গার,---
আমার প্যাটে হাত দিতে চাস, এতোটাই তোর বার ?
ক'ট বে' দিছিস রে তুই, করিস মস্তানি ?
নিয়মগুলো জিগাই যদি, চোকে ঝরবে পানি,
দু'টো ধুতি লিব আমি, গামচা পাবো দু'টো,
টাকা লিব দুই তরপের দুই হাতে দুই মুঠো।
বাপ বিয়ানো, মা ঝিয়ানো, ভুতের মতো গা---
মারবো ফোঁদে একটি লাতি, ইখান থিকে যা।

হা কুলকুল করে হেসে উঠলো। পশ্চাদ্দেশে ওই লিকলিকের পদাঘাতটা কত জোরে হতে পারে সেটা ে
ভবেই বোধ হয়। তবে ব্যাপারটা এবার বুঝলো। পাত্রপক্ষ কনেপক্ষ ; দুপক্ষের পাওনাটা পাওয়া যাবে এই আশাতেই বেচারা এসেছে। এখন বোধহয় তার প্রাপ্তিযোগে হা ভাগ বসাবে, এই ভাবনায় শঙ্কিত। বিয়ের আসরে নাপিতদের কাজই হচ্ছে খিস্তির ফোয়ারা ছোটানো। সেটাই পেশাদারিত্ব, হাতো তাতে অভ্যস্ত নয়। অতএব রনে ভঙ্গ দিলো।
---করজোড় করি দাদা মেরো না গো মোরে--
ভীম সম পদাঘাতে লাগিবে যে জোরে,
যা কিছু নেওয়ার আছে সব তুমি নেবে
আমি হেন ছোট জনে উপদেশ দেবে,
তোমাদের ঘরে দিনু মোর বোনটিরে
তোমার আশিস সব থাক তাকে ঘিরে,
যতো গালি দাও মোরে, মন তোমা সাদা,
আমি তো ছোটই বটে, তুমি মোর দাদা,

বলে আর একবার পদধূলি নিলো। নাপিত বোধহয় এবার দ্রবীভূত হোল। পাওনা গন্ডার হেরফের হবে না বুঝতে পেরে গঞ্জিকা সুবাসে হার নাককে বিদ্ধ করে হাকে বুকে নিলো। হয়তো বা তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট চোখের কোন দুটো একটু ভিজেও গেল।
বিয়ের প্রক্রিয়া গুলো চলতে থাকলো।

আজি মৌতাতে মধুযামিনী

বিয়ে, নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়া চুকতেই সন্ধ্যার আবাহন। শহরে খাওয়া দাওয়া হয় সন্ধ্যায়, গ্রামে হয় দুপুরে। আজকাল কোনকোন বাড়িতে জেনারেটরের আলোতে খাওয়া দাওয়াটা সন্ধ্যাতেই হয়। কল্যানদের বাড়িতে পুরনো নিয়মটাই আছে। তবে সন্ধ্যাতেও আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে। দুপুরে বৌভাতের সময় সুজাতা মাঝে মাঝেই শাশুড়ির সঙ্গে গিয়ে সম্মানিত অতিথিদের বাসমতি চালের ভাত পরিবেশন করে এসেছে, অম্লান পিছনে লেগেছে, -- দেখো বৌদি, শাড়িটা আবার এঁটো না হয়। বড় বৌদি এটোঁকরে ফেলেছিলো, শাশুড়ি ছেলের দিকে তাকিয়ে রাগার বদলে হেসে ফেলেছেন। বড়ো জাও মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিলো।

সকালের শানাই বদলে গেছে। সুজাতারা যখন বাসরঘরে, তখন শানাইতে মায়োরা বাজছে। অম্লান বলেছে রাত্রে কাফী বাজিয়ে শেষ করবে। মেয়েরা সব নতুন করে সেজেছে। অম্লান বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুল নিয়ে এসেছে। বিয়ের বাসরে মেয়েরা যদি ফুলই না পরলো তাহলে কীসের বিয়ে? আর এ ব্যাপারে পরবর্তী বরকেই খাটতে হয়। বৌদির বন্ধুদের অম্লান সার্ভিস সত্যিই অম্লান। ম্যাডামের জন্য একটি জম্পেশ অসময়ের পান এনে দেওয়াতে তিনি তো আশীর্বাদ ই করে ফেললেন, ---তোমার টাও তাড়াতাড়ি ঘটুক। হা একটু দূরেই বসে আছে। কাল ভোরেই তাকে বেরোতে হবে। বেশির ভাগ অতিথিই দুপুরে খেয়েছেন। কদাচিৎ একজন দুজন আসছেন, সন্ধ্যার অতিথিদের ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের সর্বজনীন ঊননববই প্লাস বুড়ি পিসি এসে সুজাতাকে আর্শীবাদ করে গেলেন দু'টাকা দিয়ে, ---এ বাড়িতে বি এ পাশ বৌতো আসে নি মা। আমি খুব খুসি হয়েছি। পাশ থেকে অম্লান ফোড়ন,

---আমারও খুব খুশি পিসি তুমি আসাতে।

পরিচয় পেয়ে মন্দিরা সংযোজন, --আমরা ও খুব সুখি পিসি, বলেই পিসির নাক টিপে দিলো।

---অ মর্, তুই কে লা আমার নাক টিপিস। অ আমার কপালে, এযে আঁবড়া (আইবুড়ো) দেখি গ। তা একটা বে করে বরের নাক টেপ না বাছা।

বিপাশা এসে পিসির গলা ধরে প্রায় ঝুলেই পড়লো,

---ও পিসি, মালা পরাবার মতো গলা পাচ্ছিনা যে।

তা তোরা কে লা?

---ওরা আমার বন্ধু পিসি, সুজাতা হাল ধরলো, ---সবাই হাসপাতালের নার্স,

---অ, মা, নারস্। দিদিমনি! তারা তো শুধু রানা কেড়ে কা করে। আর পটপট করে সুঁই ফোটায়। তারা এতরঙ্গ করবে কে জানে বাছা। কত কী বলেছি। ছি ছি, -- সোনার পিতিমে সব!

---ও পিসি, অর্পিতা, ---তোমাকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছে, আমার তো পিসিই নাই। তা ও তো আজ পিসি পেলাম।

---বেঁচে থাকো বাছা। চাকরি ও করো, আবার কিবা সোন্দর সাজতেও পারো। আমি সববাইকে দেখে খুব খুসি হয়েছি। তোমরা বেশ বাছারা।

অভিমন্যু এসে কিছুক্ষন বসলেন পিছনে গৌতম, অর্পিতা বললো,

---দাদা, এবারে একটা কিছু হোক ।

---না বোন, এবার তোমাদের পালা আমরা বরং একটা টর্চ নিয়ে আঁধারের রূপ দেখে আসি,

---দাদা, বেশিক্ষন বাইরে থাকবেন না, কল্যান উদ্বিগ্ন।

---আরে না না, স্রেফ একটু পায়চারি করবো। যা খেয়েছি। স্কুলের হেডমাস্টার মশাই এলেন। দুপুরে আসেন নি। কল্যান ওসুজাতা প্রনাম করলো।

---খুব আনন্দের দিন আজ। দু'জন ভালো থাকে। আর হ্যাঁ, কল্যান, দিন সাতেক বাদেই তোমার ইন্টারভিউ। বিয়ের আগেই ছেলেরা চাকরি করে। তোমারটা আশা করি বিয়ের পরই হবে, এই আর কী সেক্রেটারি বাবুর সঙ্গে তোমার তো কথাবার্তা হয়েই আছে। সবই জানো। আর হ্যাঁ, তোমার ইনটারভিউ লেটার টা নিয়ে এসেছি। নাও। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কৃতি হয়ে সেই স্কুলেই মাস্টারি করবে, এটাই তো কাম্য। তবে, ওই আর কী, দিন কালে বদলে গেছে। তাহলে এখন চলি, সাতদিন বাদে দেখা হবে।

অম্লান নিয়ে গেল মাস্টারমশাই কে।
---বিয়ের প্রীতি উপহারটা মন্দ হোল না, অর্পিতা চুট্‌কি।
---বিনি পয়সার ভোজ, মন্দিরা সমাপতন, ---রবি ঠাকুর থাকলে দুনম্বর গল্পটা লিখে ফেলতেন।
---অনেক হয়েছে, ম্যাডাম বিদ্রোহ, শুধুগুজন দের নিয়ে ফচ্‌কোমি। এবার একটু বাসরঘর জমা তো। আমাকে তো অনেক ভুজুং ভাজুং দিলি যে আমি এলে নাকি কি সব গলা খুলে গাইবি। এবার গানটান ধর। তবে কনেকে গাইতে বলবি না।
---ম্যাডাম, আপনিই প্রথম ধন, অর্পিতা।
---বলিস কী রে, আমি কি জানি ? রানু পারলে গাক
---ম্যাডাম, আমাকেই বাছলেন? আমার কী সাজে?
---কেন এতো নির্দয়, এসো দিদি? বিপাশা রঙ্গ
---এই ছুঁড়ি, বিয়ের বাসরে দিদিদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই। আর জানিস তো স্নান সংগীত ছাড়া আমার কিছু আসে না।
---তবে মন্দিরা গা, মিঠুদির আদেশ, কল্যানের ভাইটাতো হারমোনিয়ম রেখেই গেছে।
---অগত্যা ! তথাস্তু ! মন্দিরার স্বস্তিবচন।
হারমোনিয়মটা টেনে নিলো
--- প্রজাপতির দেশে মদির হাওয়ায় ভেসে
মদন দেবের আজকে পাতা ফাঁদ,
তাতেই দিলো ধরা ওরা পাগল পারা
চারদিকেতে উঠলো শংখনাদ।
অলীক কথার পালা আজযে ফালাফালা
নদীর ধারা আপন বেগে ধায়
দুটি প্রানের বানী দিক্‌ না আজি আনি
নীরব কোন স্নিগ্ধ মধুর রয়ে।
কল্প লোকের শেষে উঠলো আজি হেসে
পূনির্মাতে সন্ধ্যারাতের চাঁদ,
আনন্দেরই ধারা এখন বাঁধন হারা
ভাঙলো সকল বিষন্নতার বাঁধ।
---দান
সকলে দেখলো কোন ফাঁকে গৌতম এসে গেছে। অভিমন্যুও। গৌতমের চোখে মুখে মুগ্ধতা।
---কিন্তু লেখাটি কার? অভিমনু সপ্রশ্ন।
---সুজাতার দির।
---এ সব হাদার কৃতিত্ব। হাদাই আমাকে গান বাঁধার প্রথম পাঠ দেয়।
---সেটা সম্ভব। নাপিত এবং কবিয়ালে দ্বৈত ভূমিকায় আজ তো দেখলাম না, আরও আছে, কনের দাদার ভূমিকাতেও একই রকম সক্রিয়,
হা লজ্জা পেল,
---না দাদা, ক্রেডিটটা তিপুরই । আমি শুধু ওকে উৎসাহ দিয়েছি। ওযে এতো সুন্দর লিখতে শিখেছে কে জানে?
---লিরিকাল গান তো উঠেই গেছে, অভিমন্যু অবাক, ---গানের প্রতিটি শব্দের যে মাধুর্য, তা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, সুর নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলছে। তবে সুরের পরীক্ষা করতে গিয়ে কথার গৌরবহানি ঘটছে। কথা আগে না সুর আগে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব তুমুল।
---ও দাদা, এ সবও ভাবেন? বিপাশা বিস্ময়।

---লেখা লেখি তো করতেই হয়। তাই আরকী। অর সত্যিই তো আধুনিক গান এখন আধুনিক কবিতার মতো হয়ে যাচ্ছে। ওই যে বলে, আমি আধুলি/তুমি গোধুলি/চলো যাই। আখ খাই/ আলের পাড়ে / সারে সারে, / চলো মাতি/ আজ রাতি/ খোল ছিপি/ গাল টিপি/ মাউসটার/ ধারে ধারে।

সবাই তুমুল হাসি।

---সত্যিই তো, বিয়ে বাড়ির সেই মধুর আনন্দগুলো সব চলে যাচ্ছে, রানুদি খেদ।

---তার কারন, জৌলুষের মাঝে অনাবিল আনন্দ তার কৌলীন্য হারাচ্ছে, বিয়ে এখন অনেকটা নিয়মরক্ষার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

---তাহলে আপনার মতে বিয়ের অঙ্গ হানি ঘটেছে।

---ঘটছে নয়, ঘটছে, পরস্পরের মেলামেশা কই ? একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মানুষে মানুষে নিকটে আসা কই? শুধু যেন দুটো পরিবারের দায়। বাকি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটা প্রেজেন্টেশন কিনে কোন রকমে নিমন্ত্রন রক্ষা।নিমন্ত্রত হয়তো বর কনেকে চেনেই না।

---কিন্তু এরকম হোল কেন?

---খিচুড়ি কালচার ঢুকে গেছে। মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য কমে গেছে। লোকসংখ্যা বেড়েগেছে , রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাচারিতায়। মানুষ প্রতিদিনের হ্যাপা সামলাতেই ব্যস্ত। তাই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো তাদের আবেদন হারাচ্ছে।

---আপনি এতো ভাবেন ? অর্পিতা, --তাহলে একটা আদের্শ বিয়ের অনুষ্ঠান আপনার মতে কী?

---ভালো আচার গুলো থাকুক তার সৌষ্ঠব নিয়ে। আচার বেশি কচকচানিতে মানুষের সম্মানহানি হয়। মানুষে মানুষে মেলামেশা হোক। সহমর্মিতা হোক।

---কী দান বলেন আপনি। অর্পিতার শ্রদ্ধা,

---না , আজ আর গম্ভীর আলোচনা নয়, অভিমন্যু, --- বোন, আমরা এখন অল্পকিছু খেয়ে শুতে যাবো। কাল ভোরেই বেরোতে হবে। পরে একদিন এসে কল্যান ভায়ার ইনটারভিউ এর খবর নিয়ে যাবো। বোনেরা এখন গানটান কক।

রাত্রি সাড়ে বারোটায় কল্যান অর সুজাতা শুতে গেল, মন্দিরা কল্যানের সঙ্গে ফিচলেমি করে গেছে, ---কল্যানদা, বউটা পুরনো হলেও আজ সব নতুন। এই বিয়েটাই আমরা চেয়েছি। ফুল শয্যাটাও সেই রকমই হোক। আমরা আড়ি পাতবো না কথা দিলাম।

কল্যান আর সুজাতা দু'জনেই ক্লান্ত দেহে বিছানায় এসে বসলো।

---এই আজ তোমাকে এক্কেবারে নতুন কনের মতো লাগছে।

---তোমাকেও তো নতুন বরের মতো লাগছে।

---এটাই যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে। আগেরটা যেন কেমন ফিকে ফিকে ছিলো।

---আমার কাছে আগের টাও সত্য, এটাও সত্য। তোমাকে পাওয়া টাই আমার কাছে আসল।

---তাহলে কাছে এসো।

---কাছেই তো আছি তোমার সাথেই তো আছি।

---কল্যান স্ত্রীকে গভীর ভাবে চুমু খেলো। তারপরেই কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

---কী হোল?

কল্যান উত্তর দিলো না। তার চোখ ছল ছল করতে লাগলো।

---এই কী হয়েছে তোমার?

---দেখ সুজাতা, সমাজের নিয়ম হচ্ছে সক্ষম পুষ একটি নারীকে বিয়ে করবে। আমি তো বেকার। এই সামাজিক বিয়েটা হবার পরে মনে হচ্ছে আমি চাক্‌রি টাকরি পাবার পরেই এটা হলে ভাল হোত।

---কী যে ভাবো তার ঠিক নাই। আসলে তোমরা ছেলেরা ভাবতেই পারো না স্ত্রীর টাকায় খাবে! আমার রোজগারে কী আমাদের দুজনের সংসার চলছে না ? তুমি কেন মন খারাপ করছ আজকের দিনে? তুমি তো চাকরি পাবেই আমার মন বলচে এই ইন্‌টারভিউ তোমার ব্যর্থ হবে না। তুমি চোখের জল ফেলো না, প্লিজ। আমার ভালোবাসা যদি সত্য হয়, তুমি

চাকরি পাচ্ছই দেখো।
পরম আবেগে স্বামীকে জড়িয়ে তার বুকে মাথা রাখলো সুজাতা।